প্রথম অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

অর্থনীতির বৈশ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ সংকট দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করে বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৮.১৩ শতাংশ, গত অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৮৬ শতাংশ। মাথাপিছু জাতীয় আয় গত অর্থবছরের ১,৭৫১ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৯০৯ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। পরিমিত খাদ্য মূল্যস্ফীতির ফলে চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাস শেষে গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৪৪ শতাংশে। রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতিও সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৮.৮৮ শতাংশ। রপ্তানি খাতও গতিশীলতা ফিরে পেয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ১২.৫৭ শতাংশ। পক্ষান্তরে, একই অর্থবছরের প্রথম আট মাসে আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.৬৩ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে রেমিট্যান্সের পরিমাণ ১০.৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ায় এবং আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে। একইসাথে রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে। তবে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে মূলধন ও আর্থিক হিসাবে (capital and financial account) উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে সামান্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এসময়ে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হারের কিছুটা অবচিতি ঘটে। তবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল রয়েছে। সর্বশেষ ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩২.১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১২.৫৪ শতাংশ। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮.২ শতাংশ। সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনা, দক্ষ ও কার্যকর মুদ্রানীতির প্রয়োগ এবং সরকারের গৃহীত চলমান বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমের ফলে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

বিশ্ব অর্থনীতি

২০১৭ সাল এবং ২০১৮ সালের প্রথমার্ধে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির জোরালো ধারা ২০১৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কিছুটা মন্থর হয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর সর্বশেষ প্রকাশিত World Economic Outlook (WEO), April 2019-অনুযায়ী বিশ্ব প্রবৃদ্ধির ঝুঁকি বৃদ্ধি করছে এমন উপাদানসমূহ হচ্ছে-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন এর মধ্যে ক্রমবর্ধনশীল বাণিজ্য উত্তেজনা, ইউরোপের অর্থনীতির মন্থর গতি এবং ব্রেক্সিট নিয়ে অনিশ্চয়তা।

বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ২০১৭ সালে ৩.৮ শতাংশে উন্নীত হয়, যা ২০১৮ সালে ৩.৬ শতাংশে হ্রাস পায় এবং ২০১৯ সালে ৩.৩ শতাংশে নেমে আসতে পারে । তবে ২০২০ সালে এ প্রবৃদ্ধির হার ৩.৬ শতাংশে উন্নীত হতে পারে বলে আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে। আইএমএফ এর অক্টোবর ২০১৮ এর Outlook এর তুলনায় এপ্রিল ২০১৯ এর Outlook এর পূর্বাভাসে বিশ্ব অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৩.৭ শতাংশ হতে ২০১৮ সালে ০.১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস এবং ২০১৯ ও ২০২০ সালে যথাক্রমে ০.৪ ও ০.১ পার্সেন্টেজ পয়েন্টে হ্রাসপূর্বক সংশোধন করা হয়েছে।

উন্নত দেশসমূহে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১৮ সালের ২.২ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালে ১.৮ শতাংশে হ্রাস পেতে পারে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিধারা অনেক দেশের জন্য হতাশাজনক, বিশেষত আর্থিক প্রণোদনা হ্রাসের ফলে ক্রমাগত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি হ্রাস এবং ইউরো অঞ্চলে অর্থনীতির মন্থর গতি। ইউরো অঞ্চলে প্রবৃদ্ধি একাধিক কারনে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে, যেমন- সংশোধিত নির্গমন মানদণ্ড প্রবর্তনের পর শিল্প উৎপাদন হ্রাস, ব্রেক্সিট ঘিরে যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এর মধ্যে অনিশ্চয়তা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন এর মধ্যে বাণিজ্য বিরোধ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জাপানের অর্থনীতির মন্থর

গতি। বিকাশমান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি ২০১৮ সালের ৪.৫ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালে কিছুটা কমে ৪.৪ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি সত্ত্বেও, বিকাশমান এশিয়ার প্রবৃদ্ধি ২০১৮ সালের ৬.৪ শতাংশ থেকে ২০১৯ এবং ২০২০ সালে সামান্য হ্রাস পেয়ে ৬.৩ শতাংশে দাঁড়াতে পারে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্য উত্তেজনার কারণে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেতে পারে। বিনিয়োগ এবং অভ্যন্তরীণ ভোগ ব্যয় অব্যাহত বৃদ্ধির ফলে ভারতের প্রবৃদ্ধি ২০১৯ সালে ৭.৩ শতাংশে এবং ২০২০ সালে ৭.৫ শতাংশে উন্নীত হতে পারে।

আইএমএফ এর অক্টোবর ২০১৮ এর Outlook প্রকাশের পর বিশ্বব্যাপী তেলের দাম হ্রাসের ফলে জ্বালানির মূল্য হ্রাস পেয়েছে। সরবরাহ বিঘ্নের ফলে বেস মেটালের দাম বৃদ্ধি এবং কৃষি পণ্যের দামও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পণ্যদ্রব্যের দাম কমে যাওয়ায় উন্নত দেশসমূহে ভোক্তা মূল্যস্ফীতির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। উন্নত দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি ২০১৮ সালের ২.০ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালে ১.৬ শতাংশে নেমে আসতে পারে। মার্কিন অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি ২০১৮ সালের ২.৪ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালে ২.০ শতাংশে নেমে আসতে পারে। জাপানের মূল (core) মূল্যস্ফীতির হার (খাদ্য ও জ্বালানি তেল ব্যতীত) ২০২০ সালের শেষ নাগাদ বৃদ্ধি পাবে। ভেনেজুয়েলা ব্যতীত বিকাশমান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের মূল্যস্ফীতি এই বছরে সামান্য বৃদ্ধির পর পুনরায় হ্রাস পেতে পারে বলে পূর্বাভাস রয়েছে। অন্যদিকে, পণ্যদ্রব্যের দাম (ইন্দোনেশিয়া) এবং খাদ্যের মূল্যস্ফীতি (ভারত) হ্রাসের ফলে মূল্যস্ফীতি চাপ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

আইএমএফের মতে, নানা রকম ঝুঁকির মুখে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি আরও হ্রাস পেতে পারে। ঝুঁকির প্রধান উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে: ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, বিনিয়োগ হ্রাস, বাণিজ্যে ক্রমবর্ধমান সুরক্ষাবাদ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি। যদি ঝুঁকিসমূহ বাস্তবে রূপ না নেয় এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কার্যকর হয়, তবে এ বছরের শেষে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ভারসাম্যপূর্ণ হতে পারে। বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার সারণি ১.১ এবং বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি সারণি ১.২ এ তুলে ধরা হলো:

সারণি ১.১ ঃ বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

[বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (%)]

অর্থনৈতিক অঞ্চল	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
বিশ্ব অর্থনীতি	৩.৮	৩.৬	৩.৩	৩.৬
উন্নত বিশ্ব অর্থনীতি	২.৪	২.২	১.৮	১.৭
যুক্তরাষ্ট্র	২.২	২.৯	২.৩	১.৯
ইউরো অঞ্চল	২.৪	১.৮	১.৩	১.৫
জাপান	১.৯	০.৮	১.০	০.৫
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৪.৮	৪.৫	৪.৪	৪.৮
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতি	৬.৬	৬.৪	৬.৩	৬.৩
চীন	৬.৮	৬.৬	৬.৩	৬.১
ভারত	৭.২	৭.১	৭.৩	৭.৫

উৎসঃ World Economic Outlook, April 2019, IMF

সারণি ১.২ঃ অর্থনৈতিক অঞ্চলভিত্তিক মূল্যস্ফীতি

[বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (%)]

অর্থনৈতিক অঞ্চল	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
উন্নত বিশ্ব অর্থনীতি	১.৭	২.০	১.৬	২.১
যুক্তরাষ্ট্র	২.১	২.৪	২.০	২.৭
ইউরো অঞ্চল	১.৫	১.৮	১.৩	১.৬
জাপান	০.৫	১.০	১.১	১.৫
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৪.৩	৪.৮	৪.৯	৪.৭
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতি	২.৪	২.৬	২.৮	৩.১
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল ইউরোপের অর্থনীতি	৬.২	৮.৭	৯.০	৭.৫
দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অর্থনীতি	৬.০	৬.২	৬.৫	৫.১

উৎস: World Economic Outlook, April 2019.

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাময়িক হিসাব অনুযায়ী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৮.১৩ শতাংশ এবং চূড়ান্ত হিসাবে গত অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭.৮৬ শতাংশ। বৃহৎ শিল্প খাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি এ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সাময়িক হিসাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৃহৎ ৩ টি খাতের মধ্যে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩.৫১ শতাংশে, যা গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ৪.১৯ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে কৃষি ও বনজ খাতের ৩টি উপখাতের মধ্যে প্রাণিসম্পদ উপখাত এবং বনজসম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার সামান্য বেড়ে যথাক্রমে ৩.৪৭ শতাংশ ও ৫.৫৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে ; তবে শস্য ও শাকসবজি উপখাতের প্রবৃদ্ধি আগের অর্থবছরের ৩.০৬ শতাংশ হতে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়ে ১.৭৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, মৎস্যসম্পদ খাতে প্রবৃদ্ধি সামান্য হ্রাস পেয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে সার্বিক উৎপাদনশীলতা শিল্প খাতের তুলনায় কম হওয়ায় জিডিপি'তে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৃহৎ কৃষি খাতের অবদান হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩.৬ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১৪.২৩ শতাংশ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৃহৎ শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩.০২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১২.০৬ শতাংশ। বৃহৎ শিল্প খাতের ৪ টি খাতের মধ্যে নির্মাণ খাতে প্রবৃদ্ধির হার সামান্য হ্রাস পেলেও খনিজ ও খনন খাত, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসম্পদ খাত এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। সাময়িক হিসাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি'তে বৃহৎ শিল্প খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৩৫.১৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৩৩.৬৬ শতাংশ।

বৃহৎ সেবাখাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৬.৩৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৬.৫০ শতাংশে। সেবাখাতের মধ্যে পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য; হোটেল ও রেস্তোরাঁ; পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ; আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা; রিয়েল এস্টেট ও ভাড়া, স্বাস্থ্য ও সামাজিক কার্যক্রম ইত্যাদি খাতের প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে। অন্যদিকে, শিক্ষা খাতের প্রবৃদ্ধির হার গত অর্থবছরের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। সাময়িক হিসাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৃহৎ সেবাখাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও জিডিপি'তে বৃহৎ সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৫১.২৬ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৫২.১১ শতাংশ।

মাথাপিছু জিডিপি এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ছিল ১,৬৭৫ মার্কিন ডলার, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৮২৭ মার্কিন ডলার। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ১,৭৫১ মার্কিন ডলার, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১,৯০৯ মার্কিন ডলার।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৩.৯৩ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল জিডিপি'র ২২.৮৩ শতাংশ। একইভাবে, মোট জাতীয় সঞ্চয় গত অর্থবছরের জিডিপি'র ২৭.৪২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.৪১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সাময়িক হিসাবে সরকারি ও বেসরকারি উভয় বিনিয়োগ জিডিপি'র শতকরা হারে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ৩১.৫৬ শতাংশে, পূর্ববর্তী অর্থবছরে যা ছিল জিডিপি'র ৩১.২৩ শতাংশ। এর মধ্যে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে জিডিপি'র ৮.১৭ শতাংশ এবং ২৩.৪০ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ৭.৯৭ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২৩.২৬ শতাংশ।

মূল্যস্ফীতি

চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে জোরালো রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, আমদানি প্রবৃদ্ধির পরিমিত অবস্থান, অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধিতে ঊর্ধ্বমুখী ধারা বজায় রয়েছে। একইসাথে অনুকূল আর্থিক পরিস্থিতি এবং আর্থিক নীতি সমর্থনে বিনিয়োগ কর্মকান্ড সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধকতা নিরসনে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।

পরিমিত খাদ্য মূল্যস্ফীতির ফলে জুলাই ২০১৮ থেকে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৪৪ শতাংশে। এ সময়ের ব্যবধানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুলাই ২০১৮ এ ৬.১৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০১৯-এ দাঁড়িয়েছে ৫.৭২

শতাংশে। কিন্তু একই সময়ে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০১৯-এ দাঁড়িয়েছে ৫.২৯ শতাংশে, যা জুলাই ২০১৮ এ ছিল ৪.৪৯ শতাংশ।

রাজস্ব খাত

রাজস্ব আহরণ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩,১৬,৫৯৯.০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১২.৪৮ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ২,৮০,০০০.০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.০৪ শতাংশ), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৯,৬০০.০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৩৮ শতাংশ) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ২৭,০০০.০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.০৬ শতাংশ)। অর্থ বিভাগের *Integrated Budgeting and Accounting System (iBAS^{++})* ডাটাবেজ অনুযায়ী সাময়িক হিসেবে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত আহরিত রাজস্বের মধ্যে কর রাজস্বের পরিমাণ ১,৩৮,২৭৫.০০ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৮.৮৮ শতাংশ বেশি। এসময়ে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭,৮৬১.০০ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২০.১৫ শতাংশ বেশি। সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০১৯) মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ১,৫৬,১৩৬.০০ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৪৯.৩২ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.০৬ শতাংশ বেশি।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত উৎস থেকে কর রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১,৩৩,৩৭১.০০ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৯.৩৬ শতাংশ বেশি। এ সময়ে আয় ও মুনাফার উপর কর খাতে প্রবৃদ্ধি: ১২.৪৩ শতাংশ, মূল্য সংযোজন কর: ১৫.২৯ শতাংশ, আমদানি শুল্ক: (-)১.৮৮ শতাংশ এবং সম্পূরক শুল্ক: ০.৬৭ শতাংশ। একই সময়ে এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণ ৩.৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪,৮৭১ কোটি টাকায়।

সরকারি ব্যয়

সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ব্যয় এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪,৪২,৫৪১.০০ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১৭.৪৫ শতাংশ। এর মধ্যে পরিচালন ব্যয় ২,৬৬,৯২৬.০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.৫২ শতাংশ), খাদ্য হিসাব ২৮২.০০ কোটি টাকা, ঋণ ও অগ্রিম ১,৮৮৪.০০ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ১,৭৩,৪৪৯.০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৬.৮৪ শতাংশ), যার মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ১,৬৭,০০০.০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৬.৫৮ শতাংশ)। *iBAS^{++}* এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১,৭৪,১১৪ কোটি টাকা যার মধ্যে পরিচালন ব্যয় হয়েছে ১,২৭,৬৫৯ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ৪১,৪২৪ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় পরিচালন ব্যয় ও এডিপি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ২২.২১ শতাংশ ও ২২.৩৯ শতাংশ।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে ১,২৫,৯৪২.০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.০০ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস (বৈদেশিক অনুদানসহ) হতে ৪৩,৩৯৭.০০ কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৭৮,৭৫৮.০০ কোটি টাকা সংস্থান করা হবে। অভ্যন্তরীণ খাতে ঘাটতি অর্থায়নে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ৩০,৯০৮.০০ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ৪৭,৮৫০.০০ কোটি টাকা ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে নির্বাহের পরিকল্পনা রয়েছে।

মুদ্রা ও আর্থিক খাত

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে সমর্থন যোগানোর পাশাপাশি মূল্যস্তরসহ সামষ্টিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনই ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্য। বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ৫.৬ শতাংশের নীচে সীমিত রেখে এবং ৭.৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মুদ্রানীতি কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের

মুদ্রানীতিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক, কর্মসংস্থান সহায়ক এবং পরিবেশবান্ধব প্রবৃদ্ধি অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অনুসৃত মুদ্রা ও ঋণনীতিসমূহ এবং চলমান ম্যাক্রো-প্রুডেন্সিয়াল নীতিসমূহের উদ্দেশ্য হলো পর্যাপ্তভাবে মানসম্পন্ন ঋণ যোগানের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আর্থিক স্থিতিশীলতা তরান্বিতকরণ।

খাদ্য মূল্যস্ফীতি পরিমিত থাকা সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির আশংকা, বিনিময় হারে চাপ এবং বৈশ্বিক সুদের হার বৃদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে মুদ্রানীতিতে রেপো ও রিভার্স রেপো যথাক্রমে ৬.০০ এবং ৪.৭৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ঋণ ও আমানতের গড় ভারিত সুদ হারের ব্যবধান (spread) ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষের ৪.৩৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে ৪.০৬ শতাংশে দাঁড়ায়।

মুদ্রা পরিস্থিতি

২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে বছরভিত্তিতে (year-on-year) রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money) এবং সংকীর্ণ মুদ্রার (Narrow Money) প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। তবে ব্যাপক মুদ্রার (Broad money) প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য সময়ে সরকারি এবং বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ায় ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি হয়েছে। উল্লেখ্য, অর্থবছর ২০১৭-১৮ শেষে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি ও মুদ্রার স্বল্প প্রবৃদ্ধির ফলে সংকীর্ণ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে কম হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৪.৭০ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১১.১৬ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১৩.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে বৃদ্ধির হার (১৪.২২ শতাংশ) থেকে কম। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১২.৫৪ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৮.৪৯ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণ বৃদ্ধি পায় ২৩.২১ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে হ্রাস পেয়েছিল ১৯.৭৩ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে সরকারি খাতের নীট ঋণের পরিমাণ (অন্যান্য পাবলিক সেক্টর বাদে) এবং বেসরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের যথাক্রমে ৮.৫৫ শতাংশ এবং ৮৯.২৬ শতাংশ।

সুদের হার

ঋণের গড় ভারিত সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শেষে ৯.৭৭ শতাংশ ছিল, যা কিছুটা হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে ৯.৫৫ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে তা আরো হ্রাস পেয়ে ৯.৪০ শতাংশে দাঁড়ায়। একইভাবে, আমানতের গড় ভারিত সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শেষে ছিল ৫.০৮ শতাংশ, যা ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৫.১৮ শতাংশে দাঁড়ায় এবং ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৩৪ শতাংশে দাঁড়ায়। ঋণ ও আমানতের গড় ভারিত সুদ হারের ব্যবধান (spread) ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষের ৪.৩৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে ৪.০৬ শতাংশে দাঁড়ায়।

পুঁজি বাজার

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৮ সালের জুন মাসের ৫৭২টি থেকে বেড়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৫৮০ টিতে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এ সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,২৪,৬৩৪.৫৩ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৮ এর তুলনায় ২.১৯ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩,৮৪,৭৩৪.৭৭ কোটি টাকা, যা ৭.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এ ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৪,১৫,০৭৩.৭৭ কোটি টাকা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০১৮ সালের জুনে ছিল ৫৪০৫.৪৬ পয়েন্ট যা ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এ ৫.৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫,৭১১.৪৩ পয়েন্ট।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৮ সালের জুন মাসের ৩১২ টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৩২৩ টিতে দাঁড়িয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৮,২১৪.১৩ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৮ এর ৬৫,৪০৫.৯১ কোটি টাকার তুলনায় ৪.২৯ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার

মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩,১২,৩৫২.১৭ কোটি টাকা, যা ৯.৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৩,৪৩,২০০.৯৯ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সার্বিক মূল্যসূচক ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এ দাঁড়ায় ১৭,৪৭৩.৪৮ পয়েন্ট, যা ২০১৮ সালের জুনে ১৬,৫৫৮.৫ পয়েন্ট ছিল ।

বৈদেশিক খাত

রপ্তানি

২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে মোট রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১২.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০,৯০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। দেশের মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে তৈরি পোশাক এবং নিটওয়্যার দ্রব্যাদির উল্লেখযোগ্য অবদান ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অব্যাহত ছিল। রপ্তানি পণ্যের মধ্যে পেট্রোলিয়াম পণ্য, কৃষিজাত পণ্য, রাসায়নিক দ্রব্য, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, তৈরি পোশাক এবং নীটওয়্যার খাতসহ অন্যান্য আরো কিছু খাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে, পাটজাত দ্রব্য , কাঁচাপাট এবং চামড়া খাতসহ অন্যান্য আরো কিছু খাতে রপ্তানি আয় হ্রাস পায়।

চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে বাংলাদেশি পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আলোচ্য সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে ৪,৫৯৩.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি হয়েছে, যা দেশের মোট রপ্তানির ১৬.৬৭ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যসমূহ হলোঃ তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, হোম টেক্সটাইল ইত্যাদি। বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরে রয়েছে জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স।

আমদানি

২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪০,৮৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৬৩ শতাংশ বেশি।

আমদানির ক্ষেত্রে চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চীনের অবস্থান শীর্ষে। চলতি অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের ২৯.৪৩ শতাংশ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১৩.৪৯%) ও সিঙ্গাপুর (৩.৬২%)।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স

২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে দেশের শ্রমশক্তি রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫.০৮ লক্ষ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে বাংলাদেশ ১১,৮৬৮.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স অর্জন করেছে যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের একই সময়ের ১০,৭৬১.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ১০.৩০ শতাংশ বেশি।

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে। এক্ষেত্রে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে, সৌদি আরব (১৮.৮%); সংযুক্ত আরব আমিরাত (১৫.৭%) এবং যুক্তরাষ্ট্র (১১.৩%) শীর্ষে অবস্থান করছে । সাম্প্রতিক সময়ে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ থেকে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

চলতি অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে বাণিজ্য ভারসাম্যে ১০,৬৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হয়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১১,৬৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আলোচ্য সময়ে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ৪,২৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতির জন্য সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৪৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি দেখা যায়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৯৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি ছিল।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা রক্ষণাবেক্ষণে স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছে। বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে দাঁড়ায় ৩২.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সর্বশেষ ৩০ এপ্রিল ২০১৯ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২.১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার

বাংলাদেশে বাজারভিত্তিক ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার এর চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে আসছে। তবে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক স্থানীয় আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মাঝে মাঝে অংশগ্রহণ করে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আন্তঃব্যাংক টাকা ডলারের

বিনিময় হারের ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। বিগত ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে টাকার ভারিত গড় মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৮২.১০ যা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ২.৮৩ শতাংশ অবমূল্যায়িত হয়ে ৮৩.৮৫ এ দাঁড়ায়।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সংস্কার কর্মসূচি

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে যে সকল সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় পদক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

কর রাজস্ব আহরণ

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ করের সংস্কার কিছু নীতি দর্শনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে: রাজস্ব যোগান, সমতা ও ন্যায্যতা বিধান, প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে সহায়তা, সামাজিক দায়িত্ব পালন, কর পরিপালন বৃদ্ধি ও করফাঁকি রোধ, আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা অনুসরণ , সহজীকরণ ও কর আইনের প্রায়োগিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি, ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন, ব্যবসা পরিচালনা সহজীকরণ, পরিবেশ এবং আয়কর সংক্রান্ত আইন ও বিধি বিধানের স্পষ্টীকরণ।
- আধুনিক ও প্রযুক্তিমুখী কর তথ্য ইউনিট গঠন যা দেশের অন্যান্য সিস্টেমের সাথে আন্তঃসংযুক্ত থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে করতথ্য লাভ করবে এবং কর ফাঁকি উদঘাটন ও করদাতা চিহ্নিতকরণে কাজ করবে।
- আন্তর্জাতিক কর ফাঁকি রোধ এবং বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ও তার উপর প্রযোজ্য কর পুনরুদ্ধারে আন্তর্জাতিক কর ব্যবস্থাপনার একটি উপযুক্ত প্রশাসনিক কাঠামো সৃজন।
- 'মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১','মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১' এবং উক্ত আইন ও বিধিমালার অধীন জারিকৃত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ও আদেশসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সন্নিবেশ ও প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।
- মূল্যসংযোজন কর আইন ও তদাধীন প্রণীত বিধি-বিধান সহজীকরণ করা হয়েছে।
- অনলাইনে মূসক নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং অনলাইনে দাখিলপত্র প্রদানের জন্য সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক বাণিজ্য পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

বাজেট ব্যবস্থাপনা

- সম্পদ বন্টন প্রক্রিয়াকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের কর্মকৃতি (Key Performance) মূল্যায়নের প্রক্রিয়া চলমান। বাজেট বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সমূহের সক্ষমতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং মূল্যায়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে হিসাবায়ন পদ্ধতি (Integrated Budgeting and Accounting System (*iBAS*) উন্নত করে $iBAS^{++}$এ রূপান্তর করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক রীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাজেট শ্রেণিবিন্যাস কাঠামো সংশোধনের কাজ চূড়ান্তকরা হয়েছে। সরকারের সকল আর্থিক লেনদেন, বাজেট বরাদ্দ ও নিয়ন্ত্রণ এবং সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনায় এ শ্রেণিবিন্যাস (Coding System) অধিকতর শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

- অনলাইনে প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদনসহ অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদনের জন্য Digital ECNEC প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদন করাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করার লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট বা ই-জিপি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।
- ই-জিপি সিস্টেম এর আওতায় ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন ১,৩৩৩ টি ক্রয়কারী সংস্থার মধ্যে ১,২৯১ টি সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে অধিকতর গতিশীলতা, স্বচ্ছতা এবং আইনী কাঠামোর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)-কে 'বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি

(বিপিপিএ)' হিসেবে পুনর্গঠনের প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি আইন, ২০১৯ এবং 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৯' অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

- ব্যাংকিং খাতে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে ২০১২ সালে প্রণীত 'Risk Management Guidelines for Banks' পরিমার্জন করে সার্কুলার জারি করা হয়েছে।
- ব্যাংকগুলোতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু অনুশীলন নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে তাদের পরিচালনা পর্ষদ, পর্ষদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি, ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং Chief Risk Officer (CRO) এর দায়িত্ব-কর্তব্য সুনির্দিষ্টকরণসহ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো পুনর্বিন্যাসের নির্দেশনা উক্ত গাইডলাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি গ্রহণ ও ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য Risk Appetite Framework কে সুসংহত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পুঁজিবাজার

- স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোতে অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে কর্পোরেট গভার্নেন্স কোড, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (কোয়ালিফাইড ইনভেষ্টর অফার বাই স্মল ক্যাপিটাল কোম্পানি) রুলস, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচি বিবেচনায় এনে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ (Medium-Term Macroeconomic Framework-MTMF, 2019-20 to 2021-22) প্রণয়ন করা হয়েছে। কাঠামোতে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৮.১ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে আগামী ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮.৬ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিনিয়োগ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জিডিপির ৩১.৬ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপির ৩৩.৬ শতাংশে দাঁড়াবে। বিনিয়োগের এ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপি'র ৩৪.৪ শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৫.৪ শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৯.০ শতাংশে উন্নীত হবে।

এমটিএমএফ-এ আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য প্রাক্কলিত রাজস্ব আহরণ জিডিপি'র ১৩.১ শতাংশ যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ০.৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি। পরবর্তী দুই অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ যথাক্রমে জিডিপি'র ১৩.৪ শতাংশ এবং ১৩.৮ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারি ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা জিডিপি'র ১৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা আগামী অর্থবছরে জিডিপি'র ১৮.১ শতাংশে এবং ক্রমান্বয়ে তা ২০২১-২২ অর্থবছর নাগাদ জিডিপি'র ১৮.৮ শতাংশে উন্নীত হওয়ার প্রত্যাশা করা হয়েছে। এর মধ্যে চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সংশোধিত ব্যয় জিডিপি'র ৬.৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি'র ৭.০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। মূলত বৃহৎ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত অর্থ যোগান দেয়ার ফলে এডিপি ব্যয় বাড়বে। এডিপি বরাদ্দ পরবর্তী ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপি'র ৭.১ শতাংশে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপি'র ৭.২ শতাংশে নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সার্বিকভাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ থাকবে। পরবর্তী বছরসমূহেও বাজেট ঘাটতি ৫.০ শতাংশের কাছাকাছি থাকবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ৫.৫ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যা পরবর্তী তিন অর্থবছরেও একই থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ ১৬.৫ শতাংশে

রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপি'র ১৬.৮ শতাংশে উন্নীত হওয়ার প্রত্যাশা করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি জিডিপি'র ১২.০ শতাংশ, যা পরবর্তী তিন অর্থবছরে গড়ে জিডিপি'র ১২.০ শতাংশে থাকবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। রপ্তানি খাতে দৃঢ় অবস্থানে ফিরে আসার সম্ভাবনাকে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভ্যন্তরীণ চাহিদা (domestic demand) রয়েছে। ফলে অর্থনীতির গতি ব্যাহত হবে না মর্মে আশা করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে আমদানি ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছর নাগাদ আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি ১০.০ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট) এবং অন্যান্য স্বল্প-মেয়াদি ঋণ বৃদ্ধির ফলে আর্থিক হিসাবে (financial account) উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির জন্য সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি দেখা যায়। আমদানি ব্যয় বৃদ্ধিসহ সেবা খাতে এবং প্রাথমিক খাতে আয় হ্রাসের কারণে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে এ ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ জিডিপি'র ১.৮ শতাংশে দাঁড়াতে পারে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। তবে ২০২১-২২ অর্থবছর নাগাদ মধ্যমেয়াদে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির নিম্নগামী ধারা অনুসরণ করে জিডিপি'র ০.৭ শতাংশে দাঁড়াতে পারে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রবাহবৃদ্ধির ফলে মূলধন ও আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকবে। ফলে মুদ্রার বিনিময় হার ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সন্তোষজনক অবস্থায় রাখবে বলে আশা করা হয়েছে।

সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনা, দক্ষ ও কার্যকর মুদ্রানীতির প্রয়োগ এবং সরকারের গৃহীত চলমান বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে প্রক্ষেপিত কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। সারণি ১.৩ হতে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিকঅর্থনৈতিক কাঠামোর কতিপয় সূচকের প্রক্ষেপণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১.৩ঃ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ

সূচক	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
	প্রকৃত			বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রক্ষেপণ		
প্রকৃত খাত								
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৭.১	৭.৩	৭.৯	৭.৮	৮.১	৮.২	৮.৪	৮.৬
মূল্যস্ফীতি (%)	৫.৯	৬.৩	৫.৮	৫.৬	৫.৫	৫.৫	৫.৫	৫.৫
বিনিয়োগ (% জিডিপি)	২৯.৭	৩০.৫	৩১.২	৩৩.৫	৩১.৬	৩২.৮	৩৩.৬	৩৪.৪
বেসরকারি	২৩.০	২৩.১	২৩.৩	২৫.২	২৩.৪	২৪.১	২৪.৭	২৫.৪
সরকারি	৬.৭	৭.৪	৮.০	৮.৪	৮.২	৮.৭	৮.৯	৯.০
রাজস্ব খাত (% জিডিপি)								
মোট রাজস্ব আয়	১০.০	১০.২	৯.৬	১৩.৪	১২.৫	১৩.১	১৩.৪	১৩.৮
কর রাজস্ব	৮.৮	৯.০	৮.৬	১২.১	১১.৪	১১.৮	১২.১	১২.৫
তন্মধ্যে এনবিআর কর রাজস্ব	৮.৪	৮.৭	৮.৩	১১.৭	১১.০	১১.৩	১১.৬	১২.০
কর বহির্ভুত রাজস্ব	১.২	১.২	১.০	১.৩	১.১	১.৩	১.৩	১.৩
সরকারি ব্যয়	১৩.৯	১৩.৬	১৪.৩	১৮.৩	১৭.৪৫	১৮.১	১৮.৪	১৮.৮
তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.৭	৪.৩	৫.৩	৬.৮	৬.৬	৭.০	৭.১	৭.২
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য	-৩.৯	-৩.৪	-৪.৭	-৪.৯	-৫.০	-৫.০	-৫.০	-৫.০
অর্থায়ন	৩.৯	৩.৪	৪.৭	৪.৯	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩.০	২.৮	৩.৫	২.৮	৩.১	২.৯	৩.০	৩.২
বৈদেশিক অর্থায়ন (নীট)	০.৯	০.৭	১.২	২.১	১.৯	২.১	২.০	১.৮
মুদ্রা ও ঋণ (% পরিবর্তন , বছর শেষে)								
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৪.২	১১.২	১৪.৭	১৫.৬	১৫.৯	১৫.১	১৫.৬	১৬.৪
বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	১৬.৮	১৫.৭	১৬.৯	১৬.৫	১৬.৫	১৬.৬	১৬.৭	১৬.৮
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	১৬.৩	১০.৯	৯.২	১৪.৬	১২.০	১২.৫	১২.৮	১৩.০
বৈদেশিক খাত								
রপ্তানি আয়, এফওবি (%)	৭.২	১.৭	৬.৪	১০.০	১৫.০	১২.০	১২.০	১২.০
আমদানি ব্যয়, এফওবি (%)	-২.০	৯.০	২৫.২	১২.০	৬.০	১০.০	১০.০	১০.০
রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি (%)	-২.৫	-১৪.৫	১৭.৩	১৫.০	১২.০	১৩.০	১২.০	১১.০
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (% জিডিপি)	১.৯	-০.৫	-৩.৬	-২.২	-১.৮	-১.৩	-১.০	-০.৭
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩০.২	৩৩.৪	৩২.৯	৩৪.৭	৩৩.৭	৩৭.৫	৪২.৫	৪৮.২
আমদানির মাস হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৭.৮	৮.০	৬.২	৬.২	৬.০	৬.০	৬.২	৬.৪
মেমোরেন্ডাম আইটেম								
চলতি হিসাবে জিডিপি (বিলিয়ন টাকা)	১৭৩২৯	১৯৭৫৮	২২৫০৫	২৫৩৭৮	২৫৩৬২	২৮৮৫৯	৩২৯২৭	৩৭৪৮৭

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।